দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... NOV 01 1999 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

বিশ্বের জনগোষ্ঠীর অর্ধেকের বাস এশিয়ায়

নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি জনসংখ্যা রোধের বাস্তবসম্মত পন্থা

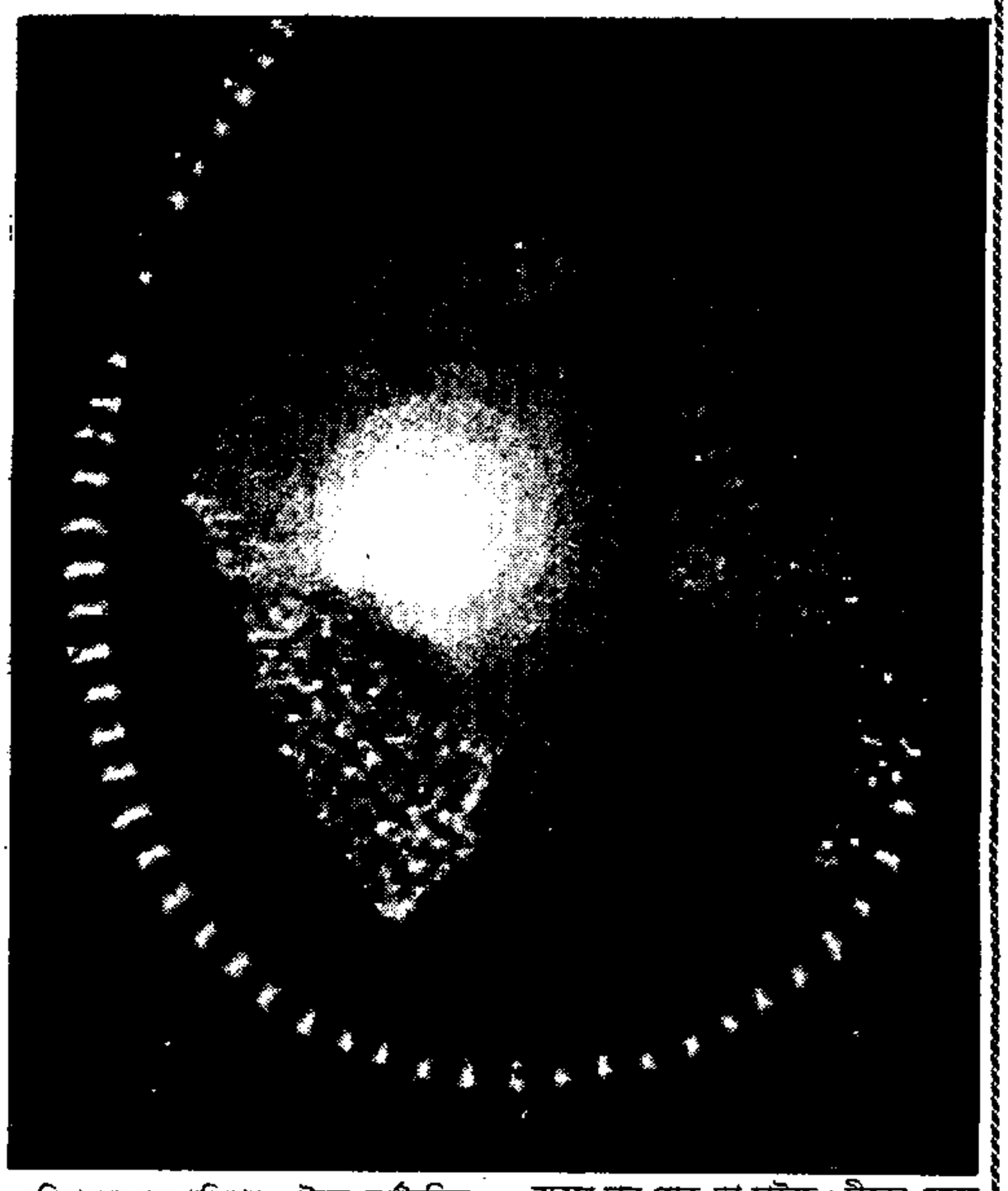

এশিয়া উইক ঃ জাতিসংঘ একটি বসনীয় শিশুকে বিশ্বের ৬শ' কোটিতম শিশু বলে ঘোষণার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা একদিকে যেমন যুক্তিগ্রাহ্য নয়, তেমনি বিশ্ব জনসংখ্যা বৃদ্ধির বর্তমান ধারার সঙ্গেও সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বিশ্বের ৬শ' কোটিতম মানবের এশিয়াতেই জন্ম নেয়ার কথা এবং বিশ্বের ৭শ' কোটিতম মানবের জন্মও এশিয়াতে হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। বিশ্বের অর্ধেক জনগোষ্ঠীর বাস এই এশিয়াতে এবং ২ হাজার ৫০ সাল নাগাদ প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৬ জনের বাস হবে এই এশিয়াতেই। জন্মহার কমতে শুরু করলেও এবং কিছু কিছু এশীয় দেশ জনসংখ্যার এই হ্রাসের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেও সার্বিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এখনো অনেক উর্ধ্বে। আগামী ৫০ বছরে বিশ্বজনসংখ্যার বর্ধিত অংশের ৫০ ভাগ হবে এশিয়ার লোক। তন্মধ্যে ১৮ শতাংশ হবে শুধু ভারতেরই। ভোগ ব্যবস্থার বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে বর্ধিত জনসংখ্যা সীমিত ভূমি, খাদ্য ও জ্বালানি সরবরাহে বিশেষ করে এশীয় দেশগুলোতে মারাত্মক চাপ সৃষ্টি করবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে সম্পদ ঝুঁকির সম্মুখীন তা হচ্ছে বিশুদ্ধ পানি, যা শুধু খাবার জন্যই ব্যবহৃত হয় না, খাদ্য উৎপাদন ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সাথে সম্পৃক্ত রোগ-ব্যাধি নিয়ন্ত্রণেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইতিমধ্যেই কোন কোন এলাকায় জনসংখ্যার অতিরিক্ত বৃদ্ধি কিংবা অনুর্বর কৃষিজমিতে পানির অতিরিক্ত ব্যবহার ও শিল্পে বিপুল পরিমাণ পানির ব্যবহারের কারণে পানি সরবরাহে স্বল্পতা দেখা দিয়েছে। ভারতেও পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রচুর ঘাটতি রয়েছে। চীনে, বিশেষ করে দেশের উত্তরাঞ্চলীয় সমতল ভূমিতে, যা দেশের প্রধান কৃষি এলাকা, সেখানে ভূপর্ভস্থ পানির স্তর নীচে নেমে যাচ্ছে। এই বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচার একমাত্র বাস্তবসম্মত উপায় হচ্ছে পানি সংরক্ষণ করা। তবে একটি বৃহত্তর লক্ষ্য হচ্ছে অতিরিক্ত জনসংখ্যা অধ্যুষিত এলাকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধিরোধ করা। চীন সরকার গর্বের সাথে তার 'এক সন্তানী নীতির' কথা উল্লেখ করে বলছে যে, চীনের এই নীতির কারণেই বিশ্বের ৬শ' কোটিতম মানবের জন্ম ৪ বছর বিলম্বিত হয়েছে। একথা সত্য যে, গত ২ দশকে চীন তার জন্মহার অন্যান্য দেশের তুলনায় ব্যাপকহারে হ্রাস করেছে। এখন দেখা যাচ্ছে যে, ২ হাজার ৫০ সাল নাগাদ চীনে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দাঁড়াবে শূন্যতে। জনসংখ্যা হ্রাসের সবচেয়ে কার্যকর পন্থা হচ্ছে শিক্ষার মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতাবান করা। তদুপরি পরিবার-পরিকল্পনা ব্যবস্থায় মহিলাদের প্রবেশাধিকার ও উন্নত অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা ও মহিলাদের ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে, যা পরিণামে জনসংখ্যা হ্রাসে সহায়ক হয়। অভিজ্ঞতা থেকে বারবারই দেখা গেছে যে, যেসব মহিলার শিক্ষা ও উপরে বর্ণিত সুযোগ-সুবিধা রয়েছে তাদের পরিবার ছোট রয়েছে।

দক্ষিণ এশিয়ার উন্নত অংশে নারী শিক্ষা ও ছোট পরিবারের মধ্যে সম্পর্কের প্রকৃষ্ট উদাহরণ রয়েছে। এক্ষেত্রে সর্বাগ্রে ভারতের কেরালা রাজ্যের উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। কেরালায় শিক্ষার হার প্রায় ৮৫ শতাংশ। পক্ষান্তরে ভারতে জনসংখ্যার গড়হার ৪০ শতাংশ। ফলে কেরালা রাজ্যে জন্মের হার এতটা নীচে নেমে গেছে যে, এখন সেখানে জন্মহার মৃত্যুহারের চাইতে বেশী নয়। শ্রীলংকায় ৯০ শতাংশ মহিলা লেখাপড়া জানে। সেখানে বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার মাত্র শূন্য দশমিক ৬৫ শতাংশ। এশিয়ার অন্যান্য দেশও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও মহিলাদের জন্য ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে পরিবার ছোট রাখার ক্ষেত্রে তুলনামূলক সাফল্য লাভ করেছে। এমনকি চীনও জন্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে একটা স্বেচ্ছাধর্মী ব্যবস্থা চালু হোক তা চাইছে। চীনের যেসব এলাকায় উচ্চ শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বেশী সেসব এলাকার কোন কোন দম্পতি রাষ্ট্র যেখানে প্রতি দম্পতির জন্য একটা সন্তান নীতি গ্রহণ করেছে তারা সে নীতি থেকে আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে একেবারেই সন্তান না নেয়ার নীতি গ্রহণ করছে।

চীনের এই জনসংখ্যা নীতি অবশ্য নতুন এক ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করেছে। এশিয়ার উন্নত দেশ জাপান, সিঙ্গাপুর ও কোরিয়ার মত চীনকেও এখন ভাবতে হবে যে, কিভাবে একটা ক্ষুদ্রসংখ্যক তরুণ প্রজন্মকে দিয়ে একটা বৃহৎ সংখ্যক বৃদ্ধ প্রজন্মের স্থলাভিষিক্ত করা যায়। চীনে উৎপাদন বৃদ্ধি একটা বিরাট সমস্যা হয়ে দেখা দেবে। কারণ তার ধনী প্রতিবেশীদের যে পরিমাণ সম্পদ রয়েছে তা তার নেই। চীনকে দক্ষ প্রযুক্তির অধিক ব্যবহার দ্বারা উৎপাদন বাড়াতে হবে। শিক্ষার হার বাড়াতে হবে। বৃদ্ধদের অবহেলা করা যাবে না। উন্নত স্বাস্থ্য সেবার দ্বারা বয়স্ক লোকদেরও কর্মক্ষমতা বাড়ানো কিংবা ধরে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে এশিয়াকে। উপরোক্ত সবগুলো ব্যবস্থাই গ্রহণ করতে হবে যদি তাকে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হয়।